প্রথম আলো

তারিখ 12 SEP 2017
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৭

মানিকগঞ্জের ৮৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন পরিত্যক্ত

আব্দুল মোমিন, মানিকগঞ্জ ●

ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় মানিকগঞ্জের সাতটি উপজেলার ৮৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনকে পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু ভবন তৈরির উদ্যোগ না থাকায় বছরের পর বছর ধরে এসব ভবন, ভবনের বারান্দা বা সংলগ্ন খোলা মাঠে পাঠদান ও বিদ্যালয়ের কার্যক্রম চালাতে হচ্ছে। পাঠদান সচল রাখতে পাশের বাড়িতেও চলে কোনো কোনো বিদ্যালয়ের কার্যক্রম।

মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলার শোলধারা উত্তরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একতলা ভবনটির বিভিন্ন স্থানে ফাটল। পলেস্তারা খসে পড়েছে ছাদ ও দেয়ালের। চার কক্ষের এই ভবনের ভেতরে পড়ে আছে ময়লা-আবর্জনা। গজিয়েছে আগাছাও। এই ভবনেরই বারান্দায় কয়েকটি শিশুর ক্লাস নিচ্ছেন এক শিক্ষক। আরেক শিক্ষক ক্লাস নিচ্ছেন পাশের খোলা জায়গায়। শিক্ষার্থীর উপস্থিতিও কম।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত) মো. বাহাদুর আলী জানান, ১৯৭৭ সালে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ায় ২০০৫ সালে ভবনটিকে ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করা হয়। তবে এখন পর্যন্ত নতুন ভবন নির্মাণের উদ্যোগ নেই।

বাংলাদেশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি পারভীন আক্তার *প্রথম আলোকে* বলেন, একটি শিশুর শিক্ষার প্রাথমিক ভিত তৈরি হয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। ভবন বা শ্রেণিসংকটের কারণে কাঙ্ক্ষিত সেই শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে শিশুরা। কোনো কোনো বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষ সংকটের কারণে গাদাগাদি করে শিশুদের ক্লাস করতে হচ্ছে। এতে শিশুদের অস্বস্তিকর পরিবেশের মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে। তিনি বলেন, তাঁর স্কুলের (পোড়রা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়) একটি টিনশেড ভবনও পরিত্যক্ত ঘোষণা

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৫

ভবন পরিত্যক্ত

শেষ পৃষ্ঠার পর

করা হয়েছে। জরুরি ভিত্তিতে এসব বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ করা না হলে এই সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব নয়।

সম্প্রতি জেলা সদর, ঘিওর ও সাটুরিয়া উপজেলায় পরিত্যক্ত ভবনের ১০টি বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা গেছে, শ্রেণিকক্ষ সংকটে শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। সাটুরিয়া উপজেলা সদরের কলাতর সড়ক ধরে আধা কিলোমিটার পাড়ি দিলেই চোখে পড়বে জরাজীর্ণ একটি ভবন। ভবনটি পাকা হলেও দেয়ালের পলেস্তারা উঠে গেছে। ফাটল ধরেছে বিম ও ছাদে। এই চিত্র গত শনিবারের। এটি রাধানগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সূত্র বলেছে, ১৯৭০ সালে একটি চৌচালা টিনের ঘরে বিদ্যালয়টির কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৯৪ সালে চার কক্ষবিশিষ্ট একটি এক তলাবিশিষ্ট ভবন নির্মাণ করা হয়। ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় ২০১৫ সালে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার দপ্তর থেকে ভবনটিকে পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়। বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি বাবুল চক্রবর্তী বলেন, বর্তমানে পাশের তিনটি টিনের কক্ষে কোনোরকমে ক্লাস করা হচ্ছে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, জেলার সাতটি উপজেলায় ৬৪৫টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। এর মধ্যে ৮৩টি বিদ্যালয়ের ভবন দীর্ঘদিন ধরে জরাজীর্ণ হওয়ায় এগুলো পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। এসব বিদ্যালয়ের মধ্যে সদর উপজেলায় ৫টি, ঘিওরে ১১টি, সিঙ্গাইরে ২৮টি, সাটুরিয়ায় ১৫টি, হরিরামপুরে ২টি, শিবালয়ে ৯টি এবং দৌলতপুরে ১৩ ভবন জরাজীর্ণ রয়েছে।

এসব বিষয়ে কথা হলে জেলা প্রশাসক মো. নাজমুছ সাদাত বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর জরাজীর্ণ ভবনের বিষয়টি সরাসরি প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ নজরদারি করে থাকে। তবু বিদ্যালয়গুলোতে নতুন ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতা থাকবে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আলেয়া ফেরদৌসী বলেন, এসব বিদ্যালয়ের ভবন-সংকটের কারণে শ্রেণিকক্ষের স্বল্পতা দেখা দিয়েছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। পাঠদান সচল রাখতে কয়েকটি বিদ্যালয়ে জরুরি ভিত্তিতে ঘর নির্মাণে অর্থ বরাদ্দও দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ পাওয়ার পর গুরুত্ব অনুসারে বিদ্যালয়গুলোতে ভবন নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হবে।